কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 8 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ....৪......

আবাসিক মাদরাসায় রাতে শিশুর মৃত্যু নিয়ে রহস্য

হত্যার অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর পল্লবীর একটি আবাসিক মাদরাসায় রবিবার রাতে হাফিজুর রহমান কাউসার নামের ৯ বছরের এক ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মাদরাসার অধ্যক্ষ দাবি করছেন, শিশুটি আত্মহত্যা করেছে। তবে স্বজনরা অভিযোগ করেছে, এত ছোট শিশু আত্মহত্যা করতে পারে না। তাকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ মাদরাসার অধ্যক্ষ জুনায়েদ বিন ইসহাককে আটক করেছে।

গতকাল সোমবার সকালে পল্লবীর 'মারকাযু তারতীলিল কোরআন' নামের ওই মাদরাসার অধ্যক্ষের 'রেস্ট রুম' থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে শিশু কাউসারকে মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরের ১২ নম্বর সেকশনে পল্লবীর ৫ নম্বর রোডের ৫ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলায় অবস্থিত মাদরাসাটিতে ভর্তি করা হয়েছিল।

নিহত শিশু কাউসারের বাবার নাম দুলাল খান। তিনি রাজধানীর নিউ মার্কেটের ফুটপাতে ব্যবসা করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে। চার মেয়ের পর তাঁর একমাত্র ছেলে ছিল হাফিজুর রহমান কাউসার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই ফ্ল্যাটে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় মারকাযু তারতীলিল কোরআন নামের মাদরাসাটি পরিচালনা করা হয়। এর ছাত্রসংখ্যা ১১। সবাই শিশু। ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে রেখে এই শিশুদের কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। ফ্ল্যাটের আরেকটি কক্ষ হলো অধ্যক্ষের 'রেস্ট রুম'। ভবনটির নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে স্থাপন করা হয় একটি স্কুল।

পল্লবী থানার ওসি দাদন ফকির কালের কণ্ঠকে বলেন, এটিকে আত্মহত্যা বলা হলেও এখন পর্যন্ত আত্মহত্যার কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত মাদরাসাছাত্র কাউসারের বাবা দুলাল খান গতকাল সকালে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে দ্রুত ওই মাদরাসায় যান। সেখানে ছেলের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ওই সময় সেখানে পুলিশ, সিআইডিসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দুলাল খান বলেন, তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন ওসি দাদন ফকির।

ওসি বলেন, 'শিশুটির মাথায় সামান্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে হত্যা করা হয়েছে না সে আত্মহত্যা করেছে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে শিশুটির মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। আমরা সব চিন্তা মাথায় নিয়ে তদন্ত করছি। প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুলাল খান বলেন, চার মেয়ের পর একমাত্র ছেলে হওয়ায় আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলেন হাফিজুর রহমান কাউসার। তাকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল। রবিবার রাতের কোনো একসময় তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করে দুলাল খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার ছেলে আত্মহত্যা করতে পারে না। এতটুকু শিশু কী জন্য আত্মহত্যা করবে? সঠিক তদন্ত করলে প্রকৃত ঘটনা বের হয়ে আসবে।'

মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বর সেকশনের (পল্লবী) একটি গলির শেষ মাথায় একটি ছয়তলা ভবন। এই ভবনের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটে মারকাযু তারতীলিল নামের মাদরাসাটিতে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। গতকাল দুপুরে সরেজমিনে ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নানা চিত্র চোখে পড়ে। পুলিশ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে না দিয়ে তদন্তে ব্যস্ত ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পল্লবী থানার এসআই জাহিদুল ইসলাম বলেন, শিশুটি এই ফ্ল্যাটের বাথরুমের গলায় গামছা পেঁচিয়ে ঝুলে ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। সকালে সেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অন্য শিক্ষার্থীরা শিশুটিকে উদ্ধার করে অধ্যক্ষের রেস্ট রুমে নিয়ে আসে। এরপর অধ্যক্ষ জুনায়েদ বিন ইসহাককে খবর দেওয়া হয়। এরপর অধ্যক্ষ থানায় ফোন করেন। অধ্যক্ষ দাবি করেছেন, শিশুটি আত্মহত্যা করেছে। তবে তিনি আত্মহত্যার কথা বললেও ঘটনায় রহস্য আছে।

গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থলে কথা হয় ওই ভবনের দারোয়ান মিনহাজুলের সঙ্গে। তিনি বলেন, সকালে শিশুটির মৃত্যুর খবর শুনে তিনতলার মাদরাসায় যান তিনি। পরে শিশুটির লাশ দেখতে পান। তবে শিশুটির মৃত্যুর বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি। ওই ভবনের নিচতলায় কসমো নামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ বিষয়ে কথা হয় ওই বিদ্যালয়ের দারোয়ান রহমত উল্লাহর সঙ্গে। তিনিও এ বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর